দৈনিক সংবাদ

ঢাকা : বৃহস্পতিবার, ১২ই ফাল্গুন, ১৩৯৪

তারিখ 25 FEB 1988
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ১

007

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ সুষ্ঠু রাখার স্বার্থে

অবশেষে চট্টগ্রাম এবং কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় খুলেছে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় খোলা একমাসেরও বেশী সময় বিলম্বিত হওয়া এবং ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় দ্বিতীয় দফা বন্ধ হওয়ার জন্য দায়ী মূলতঃ ছাত্রশিবিরের সশস্ত্র মস্তানদের সৃষ্ট দাঙ্গা-হাঙ্গামা, যার প্রেক্ষাপট সংশ্লিষ্ট সকলের জানা। এ ধরনের অশুভ তৎপরতায় সাধারণ ছাত্রদের লেখাপড়া বিঘ্নিত এবং শিক্ষাজীবন অধিকতর দীর্ঘ হয়ে চলেছে।

দীর্ঘ আড়াই মাস পর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় খুললেও পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত খবরে আশ্বস্তবোধ করা যাচ্ছে না। এতে দেখা যায় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কৃত ছাত্রও হলে প্রবেশ করেছে। হল ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের পক্ষপাতিত্ব এবং প্রশ্রয় ছাড়া এটা কোনমতেই হতে পারে না। বিশ্ববিদ্যালয় খুলতে না খুলতে ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণের আগেই তড়িঘড়ি করে মাত্র তিনজন সদস্যের উপস্থিতিতে সিণ্ডিকেট সভায় শিবিরপন্থীদের খুশী করার জন্য সোয়া চার লাখ টাকা 'ক্ষতিপূরণ' দেওয়ার ব্যবস্থা এবং প্রশাসন কর্তৃক শিবির বিরোধীদের নামে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি এক অশুভ আঁতাতেরই পরিচায়ক।

সম্প্রতি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কৃত ৯ জন ছাত্রই উল্লেখিত ছাত্র সংগঠনটির সদস্য হওয়ায় এবং এদের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক অন্তর্ভুক্ত থাকায় বোঝা যায় এদের দৌরাত্ম্য কতদূর পৌঁছেছিল এবং এই সংগঠনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ নষ্ট করার জন্য এককভাবে কতটা দায়ী। এদেরকে যারা প্রশ্রয় দেয়, পৃষ্ঠপোষকতা করে তাদের দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ সুষ্ঠু-শান্তিপূর্ণ রাখা কতখানি সম্ভব সে প্রশ্ন স্বভাবতঃই উঠতে বাধ্য।

৬ই জানুয়ারী হল দখলকারী সশস্ত্র বহিরাগতদের হল থেকে উচ্ছেদের পর অধিকতর অপরাধে দোষী সাব্যস্ত অপরাধীদের (বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার হওয়ায় তা প্রমাণিত) হলে প্রবেশ করতে দেয়া হলো কিভাবে? এদের 'পুনর্বাসন' ছাড়া কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয় খুলবেন না বলে যে আশংকা করা হয়েছিল এখন দেখা যায় তাই সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে।

ছাত্র নামধারী দুর্বৃত্ত গ্রুপ পুনরায় এভাবে হলে, ক্যাম্পাসে আশ্রয় পেলে বিশ্ববিদ্যালয় আবার তাদের হাতে জিম্মি হবে। সেক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় নতুন করে বন্ধ করতে হলে দায়ী হবেন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষই।

সিণ্ডিকেটের সিদ্ধান্তে ৯জন ছাত্রকে বহিষ্কার করা হলেও ছাত্র শিবিরের প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের পক্ষপাতিত্বের অবসান হয়েছে বলে মনে হয় না। শিক্ষকদের লাঞ্ছিত করার জন্য দায়ী ছাত্রদের বিরুদ্ধে এখন পর্যন্ত কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় তা স্পষ্ট। ফলে শিক্ষকদের পুনরায় ধর্মঘটের সম্ভাবনাও থেকেই যাচ্ছে।

পক্ষপাতিত্ব নয়, নিরপেক্ষতা এবং প্রয়োজনবোধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমেই কেবল শিক্ষাঙ্গনের সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখা কিংবা ফিরিয়ে আনা সম্ভব। ছাত্র নামধারী দুর্বৃত্ত সে যে দলেরই হোক, তার বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে। এক দলের দুর্বৃত্তকে প্রশ্রয় দান এবং অন্যদলকে শাস্তিদানে সমস্যার সমাধান হবে না। এতে সাময়িকভাবে প্রশ্রয়প্রাপ্তদের একদলীয় সন্ত্রাস কায়েম হলে অন্যরা সুযোগ বুঝে যেকোন সময় পাল্টা ব্যবস্থা নেওয়ার চেষ্টা করবে। হিংসায় যে হিংসা আনে একথা কারো বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়।

এতদিন পর্যন্ত পক্ষপাতিত্বের অভিযোগটা সীমাবদ্ধ ছিল প্রধানতঃ সরকারী দলের বিরুদ্ধে। এই প্রথম খোদ ভিসির বিরুদ্ধে নগ্ন পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে। সঙ্কীর্ণতা এবং মূল্যবোধের অবক্ষয় আসলেই এখন সর্বগ্রাসী হয়ে উঠেছে।

ভিসি যেভাবেই নির্বাচিত বা মনোনীত হন, ভিসি হবার পর তাকে অবশ্যই অন্যায়, দলীয় সঙ্কীর্ণতার উর্ধ্বে উঠতে হবে। গোষ্ঠি বা দলীয় স্বার্থে তিনি অফিসের কাজে নিরপেক্ষতা, ন্যায়নীতি বিসর্জন দিতে পারেন না। যে মুহূর্তে তিনি তা বিসর্জন দেন সেই মুহূর্তে ভিসি থাকবার নৈতিক অধিকার হারান। এ কারণেই উপাচার্যের পদত্যাগ বা অপসারণের দাবী উঠেছে।

ছাত্র নামধারী সশস্ত্র দুর্বৃত্তদের দুর্বৃত্তপনা বরদাশত করা যায় না বলেই তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী ওঠে। কিন্তু দায়িত্বশীল পদে থেকে যারা এদের প্রশ্রয় বা মদত দেন তাদের অপরাধ তো আরো বেশী। সেক্ষেত্রে আগে তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ কেন করা হবে না সেই প্রশ্ন যদি কেউ করেন, তাহলে জবাব দেবার কি আছে?